

বাংলা ভাষার লাতিনায়নের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য প্রচেষ্টা দরুন উপায়।

সৃজন সাধুখাঁ

আমাদের আঞ্চলিক প্রবাসী নির্বিশেষে সর্বপ্রকার বঙ্গবাসী সাম্প্রদায়িক পরিবেশের সম্মুখীন এ যুগে বহু সমস্যা আছে যার মোকাবিলা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে অন্যতম কিন্তু এখনও পর্যন্ত অদৃষ্ট ব্যাপার হলো ভাষীয় সংবাদমাধ্যম প্রণালী। এটা বলতে আমি যা বোঝাচ্ছি তা হল ব্যক্তিগত ভাবে তথা সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় অন্তঃভাষীয় সংশোধন।

উল্লেখ্য এই সংশোধনগুলির মধ্যে একটি, লাতিনায়নের এখানে আলোচনা করবো। লাতিনায়ন, কিংবা ল্যাটিনাইজেশান (Latinization) হল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো ভাষাকে লাতিন (বা রোমন/Roman) লিপিতে সুস্পষ্টভাবে এবং লিখনের দিক থেকে সরলভাবে এবং সুন্দরভাবে লেখা সম্ভব হয়।

লাতিনায়নকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পুনরুত্থান ইত্যাদি কারণে বহুবার কাজে লাগানো হয়েছে। প্রায় বিশ্বের সবকটি প্রান্ত ও সংস্কৃতি এরথেকে কমবেশি মোটামুটি প্রভাবিত হয়েছে, ভারতও এদের থেকে কোন আলাদা মোটেই ছিলনা, তবে ইতিহাসে আমাদের দেশে এই প্রচেষ্টা বড়মাপে ব্যাপকভাবে কোনোদিনও সফল হয়ে উঠতে পারেনি। এর সমর্থনে ইতিহাস হাজারো প্রমাণ হাজির করে। উল্লিখিত ‘দ্যা রোমান উর্দু জার্নাল’ পত্রিকা যার প্রকাশ ঘটে ১৮৭৮-এ (আঠেরো শ আটাত্তর সালে)। এরপর একাধিকবার অনেক ভারতীয় পত্রিকায় এ বিষয়টি চর্চিত হয়। তবে তৎকালীন

সামাজিক ওঠানামার সামনে এ বিষয়টি হার মেনে যায়। অধুনা অনেকবার এ বিষয়টিকে নিয়ে চর্চা হয়েছে, তবে কোনো ফলাফল প্রস্তুতি হয়ে উঠতে পারেনি।

বিশ্বে লাতিনায়নের ফেনোমেননটি একটি বহুচর্চিত ও গম্ভীরালোচ্য বিষয়। এখানে আমাদেরকে একটু গভীরে অধ্যয়ন করা উচিত। আধুনিক যুগে মূলত ইয়োরোপীয় প্রভাবে অনেক সংস্কৃতিই নিজেদেরকে লাতিন লিপিকে উৎসর্গ করেছে অন্যথা বলপূর্বক উৎসর্গ করতে বাধ্য হয়েছে। রোমানিয়া-মোল্ডোবা অঞ্চল হল একটি প্রারম্ভিক নজির। ১৮৬৩ (আঠারো শ তেষড়ি) সালে রোমানিয়া সম্পূর্ণরূপে লাতিন লিপিকে স্বীকৃতি দেয়। পরে আবার তার সহ-সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র মোল্ডোবা আলাদাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখণ্ডিত হতে হতে এইরূপ লাতিন কে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এশিয়াতে ফরাস শাসিত ভিয়েতনাম এতৎ পূর্ব পর্তুগালী ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা সৃষ্ট সংশোধিত লাতিন কে কার্যত আপন করে নেয়। তারপর তুরস্ক এক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রপিতা গাজী মোস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৮ (উনিশ শ আঠাশ) সালে তুর্কী ভাষার উচ্চারণভিত্তিক একটি লাতিন লিপির পরামর্শ দেন ও তুরস্কীয় সংসদে বহুমতে আবেদন গ্রাহ্য হয়। এরপর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রায় সব তুর্কিস্তানি রাষ্ট্রসমূহ যথা উজবেকিস্তান আজেরবাইজান তুর্কমেনিস্তান ও এখন কাজাখস্তানও (কাজাকিস্তান) লাতিন লিপি গ্রাহ্য করেন।

কাজাখস্তানের ঘটনা প্রায় কিছুদিন আগেরই। কাজাখস্তানের এর পক্ষে মূল দলীলগুলি এই ছিল যে ভাষাকে ও দেশকে টেকনলজিগতভাবে সরলীকরণ, বৈশ্বিকীকরণ ও আধুনিকীকরণের পথে আনতে হবে।

এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে বিশ্বের অনেক সামাজিক পুনরুত্থান জনিত ক্রান্তিতে লাতিনায়নের অবদান অনস্বীকার্য রয়ে গেছে। ব্যতিক্রম হিসেবে চীন জাপান জর্জিয়া রুশ ইত্যাদি রয়ে গেছে বটেই তবে আমাদের এটা বোঝা উচিত যে তাদের অবস্থা ও

আমাদের অবস্থার মধ্য অনেক পার্থক্য আছে, বরং অন্যান্য লাতিনায়িত দেশগুলির এবং ভারতের মধ্যে সামাজিক অবস্থানে অনেকটাই মিল দেখা যায়।

তবে এই অজানা ইতিহাসের সাথে ভারতকে কেন জুড়িয়ে দেখছি তা ভাববার বিষয়। পাঠকগণ আপনাদের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে বোঝা উচিত যে ভাষা আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদ। যদি আমরা এটাকে না বাঁচানোর প্রয়াস করি তাহলে আমরা বাঙালি কিংবা ভারতীয় হওয়ার পরিচয় হারিয়ে ফেলবো। তবে আসল কথা, নতুবা আসল প্রশ্ন হল বাংলার লাতিনায়নের আবশ্যিকতা কেন? আমরা দেখি, হোয়াটস অ্যাপ ফেসবুক ইত্যাদিতে নিয়মিত আমরা লাতিনের ব্যবহার করি, এটা আসল কারণ নয়। আসল কারণ তো বাংলা লিপির মধ্যেই লিপ্ত। আমরা বাংলা লিপির সম্বন্ধে অনেক রকমের ‘অদ্ভুত ত্রুটির’ আলোচনা করি। ‘সরব’ শব্দকে কীভাবে বলা উচিত, নয় এভাবে –‘শোর্-বো’, নতুবা এভাবে – ‘শ-রোব্’, বলেন তো দেখি? লাখো উদাহরণ বাংলায় অজ্ঞাতভাবেই দৃশ্যমান। এরপর, বাংলা শেখা সবার পক্ষেই সাধ্য নয়, তাই তো পশ্চিমবঙ্গের আজকের ছেলেমেয়েরা বাংলা লিপির ব্যাপক মাপে ব্যবহার করেননা। বোম্বাইয়ের বাঙালি শিশুদের পক্ষে তো দূরের কথা। আরও উদাহরণ, যদি য ও জ এর উচ্চারণ এক হয় তবে দুটিকে এক কেন করা হবে না, ব্য ও ব্যা এরা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এসব অনেক আছে, তবে সোজা কথা, এসব নিয়ে চর্চা করা বর্তমানে অর্থহীন। তাই এ একটি বড় সমস্যা।

আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য এর একটিমাত্র সমাধান হল লাতিনায়ন যা বঙ্গের ও বাঙালির বুকে নতুন প্রাণ ঢেলে দিতে সক্ষম।

লাতিনায়নের পদ্ধতিটাই কী তা আমরা এ ব্যাপারে আপাতত অশিক্ষিত। শুধুমাত্র যেমন-তেমন ভাবে আম আদমির মত লাতিনের অনিয়মবদ্ধভাবে ব্যবহার অস্বীকার্য, অনৈতিক, ও উচ্চারণের দিক থেকে বিপজ্জনক। আমাদেরকে নতুন সার্বজনীন ও পরিমার্জিত সংস্করণের লাতিন লিপির রচনা করা উচিত যাতে শুধু বাংলাই নয় অপিতু

সর্বভারতীয় আর্থ-দ্রাবিড়ীয় ভাষা সমূহান্তর্ভুক্ত সমস্ত ভাষার লিপিকরণ, সহজতা-সাধ্যের মধ্যে হয়ে উঠতে পারে। বাংলার জন্যে ইংরেজীর মূল বর্ণগুলিকে সেহেতু ছোটো মাত্রার রকমের রূপান্তরক চিহ্নগুলির সাহায্যে নতুন বর্ণের সৃষ্টি করা যেতে পারে যথা ৫, ৬ ইত্যাদি। যদি ভারতে একটি ইউনিফর্ম ব্যবহারযোগ্য লাতিন লিপির কল্পনা করা যায় তাহলে বাংলাকে শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে পড়তেই পারবো না, তার সাথে উড়িয়া, অসমীয়া, রোহিঙ্গা, মৈথিলি এবং হিন্দি-উর্দু ইত্যাদি ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনাগুলির রসাস্বাদনও করতে পারবো।

তবে এই লাতিনায়নের ফলাফল ও গুরুতর সাফল্যের বিষয়টাও লক্ষণীয়। ১৯৪০ (উনিশ শ চল্লিশ) সালে তুর্কী তার নতুন লিপি দ্বারা দেশে সাক্ষরতার ব্যাপক প্রচার ঘটিয়েছে, শিক্ষার হার এক দশকে ১০% (দশ শতাংশ) থেকে ৯০%-এ (নব্বই শতাংশ) নিয়ে গেছে। তবে এ বিকাশের জন্য সমাজের সাথে কত মোকাবিলা করতে হয়েছে তাও বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। লাতিনায়নের পক্ষপাতী হওয়ার জন্য মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানী দেশগুলোকে (তুরস্ক সহিত) সমাজের প্রচলিত ধার্মিকতাকেও চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছে, যেমন আজেরবাইজানীয় তৎকালীন ধার্মিক বিদ্বজ্জনদের মতে আজেরবাইজানী তুর্কী ভাষাকে আরবী লিপি থেকে লাতিন লিপিতে সরানো ইসলামবিরোধী ছিল (কারণ আরবী লিপি ইসলামের প্রতীক ছিল)। তবে ভাষার উচ্চারণের পক্ষে মানানসই ছিল কী না তাঁরা কেউ বলতে পারেননি। তাই সব প্রকার জটিলতা কে মাথায় রেখে আরবী লিপির ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন তুর্কিস্তানী সরকারগুলি।

লাতিনায়নের প্রভাব এমনটাই গভীরতম ছিল যে স্বয়ং লেনিনও এটার পক্ষপাতী হয়ে গেলেন। রুশীর লাতিনায়নও প্রস্তাবিত ছিল। কিন্তু স্ট্যালিন তা অমান্য করেন ও লাতিনায়নের প্রয়াস থমকে যায়।

আজ প্রায় গোটা বিশ্ব লাতিন লিপির প্রয়োগ করে, এটা সত্য। কিন্তু বাস্তবে লাতিনায়নের প্রক্রিয়া জটিল সেটা স্বীকার্য কিন্তু কোনো বাধক তথ্য নয়। টেকনোলজি এটার জন্যে অনেক সহায়তা প্রদান করতে পারে। আমরা লাতিনের মূল অক্ষরগুলোর অনুধাবন করে নব অক্ষরের সৃজন করতে পারব (সেটাও লোকেদের সৃজনশীলতার ওপর ততটাই নির্ভরশীল, যতটা ওদের এটা অতিসহজে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে করতে ইচ্ছুক)।

এবার আবার আসি লাতিনায়নের উৎকর্ষ ও নিষ্কর্ষে। কাজাখস্তানের মিডিয়ানুযায়ী ওখারকার ডাক্তাররা, নির্বিশেষে আম আওয়াম ও সর্বশেষে কাজাক ভাষা শিক্ষার্থীরা এই লাতিনায়নের পদক্ষেপ থেকে উপকৃত হবে। সোভিয়েত চাপিত রুশি সিরিলিক লিপির সরানো কাজাখস্তানি লিখন সংস্কৃতিকে উন্মুক্ত প্রদান করবে। লাতিনায়ন তুরস্কীয় জনতাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছে, এমনকি তুরস্কের জনতা ভাবতেই পারেননা যে ওদের তুর্কী ভাষা আগে এ লিপিতে লেখা যেতই না (এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছিলেন তাঁরা)।

এটা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে যদি সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে উপযুক্ত বিচারের ধারণা করা অত্যাবশ্যিক। লাতিনায়ন তাঁরই মধ্যে একটি। সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব সংস্কৃতির স্থায়িত্বের মধ্যে লিপ্ত নেই বরং সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। আমরা অবহেলার নীতি নিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রচার করতে পারবো না, আমাদের নতুন প্রজন্মকে আমাদের আমানত প্রদান করে যেতেই হবে। আর সঠিক সুরক্ষা পদ্ধতি তাঁর জন্যে উপযুক্ত হাতিয়ার। লাতিনায়ন নিশ্চিতই বঙ্গীয় বর্ধনানুঘটক (catalyst) হিসেবে কাজ করবে। এবং আরও সক্রিয়ভাবে বাঙালিত্বকে ভবিষ্যতে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো।